কালের কণ্ঠ

জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ঢাবি উপাচার্যের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি



ছবি : কালের কণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানান তিনি। এ সময় পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, জগন্নাথ হল পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ও হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রক্টোরিয়াল টিমের সদস্যগণ।

এ সময় উপাচার্য নিয়াজ আহমদ বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের আবেগের প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক দায়বদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় ও সামাজিক

মানবকণ্ঠ

ঢাবি-জবির ভর্তি পরীক্ষা নভেম্বর ডিসেম্বরে, জানুয়ারিতে রাবির

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে এসএসসি-এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি এলোমেলো হয়ে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষাতেও। পিছিয়ে যায় শিক্ষাবর্ষ। ভর্তির আগেই কোথাও ছয় মাসের, কোথাও আট মাসের জটে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে। জানা যায়, নিয়ম অনুযায়ী দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জানুয়ারি মাসে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর কথা থাকলেও সবশেষ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা শুরু হয়েছে জুলাই মাসে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নবীনদের ক্লাস শুরু হয়েছে আগস্টের শেষ সপ্তাহে। গুচ্ছভুক্ত ২২ বিশ্ববিদ্যালয়েও আগস্টে ক্লাস শুরু হয়েছে।

অর্থাৎ, ক্লাস শুরুর আগেই সাত থেকে আট মাসের জটে পড়েছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা কবে হবে? আসন্ন জাতীয় নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হলে পরীক্ষা আরও পিছিয়ে যাবে কি না, তা নিয়েও শঙ্কায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

দুই মাস এগিয়ে ঢাবির ভর্তি পরীক্ষা : ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গতবারের চেয়ে দুই মাস এগিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ। ঢাবি প্রশাসনের প্রাথমিক আলোচনায় নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধের মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা পরীক্ষা শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আগামী ৭ অথবা ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির সভায় এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

জাতীয় নির্বাচনের কারণেই ভর্তি পরীক্ষা চলতি বছর শেষ করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভর্তির কার্যক্রমে জড়িত একজন শিক্ষক। তিনি জানান, আগের বছরের তুলনায় এবার অন্তত দুই মাস পরীক্ষা এগিয়ে আনা হতে পারে। নির্বাচনের আগে যাতে ভর্তির সব কাজ শেষ করা যায়, সেজন্য এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে প্রশাসন।

ওই শিক্ষক বলেন, ভর্তি পরীক্ষা এগিয়ে এলেও এটিই মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার স্বাভাবিক সময়। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরপরই ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। তবে করোনাভাইরাস ও জুলাই আন্দোলনের কারণে সে সময়সূচি বেশ কয়েক বছর মেনে চলা সম্ভব হয়নি। এবার আগের ধারায় ফেরার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জবির ভর্তি পরীক্ষা হয়তো ডিসেম্বরে : ভর্তি পরীক্ষা এগিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েরও (জবি)। গত বছর গুচ্ছ থেকে বের হয়ে ডিসেম্বরে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ৩১ জানুয়ারি প্রথম একটি ইউনিটের পরীক্ষা নেয়া হয়। সবগুলো ইউনিটের পরীক্ষা শেষ করতে পুরো ফেব্রুয়ারি মাস লেগে যায়।

এবার জবি কর্তৃপক্ষ আগামী ডিসেম্বরেই ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে চায়। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আগেই ভর্তি কার্যক্রম শেষ করবে জবি। সেই হিসাবে দুই মাস এগিয়ে আসবে ভর্তি পরীক্ষা। জবির ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মঞ্জুর মুর্শেদ ভূইয়া জানান, ভর্তি পরীক্ষা ডিসেম্বর নাগাদ হতে পারে।